রাজেন্দ্র মিশ্র কৃত অভিরাজসপ্তশতীর কাব্যতাত্ত্বিক সমীক্ষা

সংস্কৃত কাব্যভাণ্ডারে মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য প্রভৃতির সঙ্গে সমান্তরালভাবে শতককাব্যও রচিত হয়ে এসেছে। সংস্কৃত সাহিত্যে বরেণ্য বাণভট্ট, আনন্দবর্ধন, অপ্পয় দীক্ষিত প্রমুখ কবি, কাব্য-সমালোচকগণ শতককাব্য রচনা করেছেন। খ্রিস্টিয় সপ্তম শতকে গোবর্ধনের *আর্যাসপ্তশতী* সংস্কৃত সাহিত্যের প্রথম শতককাব্যরূপে পরিগণিত হলেও শতককাব্য রচনার সূত্রপাত হালের *গাহাসত্তসঈ* বা তাঁর পূর্ববর্তীকাল থেকে হতে পারে। শতককাব্যের ইতিহাস, পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, প্রাচীনকাল থেকে বর্তমানকাল (খ্রিস্টিয় একবিংশ শতক) পর্যন্ত শতককাব্য রচনার ধারা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু সংস্কৃত কাব্য-সমালোচকগণ শতককাব্য বিষয়ে কোনো গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেননি। অন্যদিকে তাঁরা বিভিন্ন শতককাব্যের শ্লোক তাঁদের কাব্যশাস্ত্রে উদ্ধৃত করেছেন। আধুনিককালের শতক-রচয়িতাগণের মধ্যে রাজেন্দ্র মিশ্র একজন স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর *অভিরাজসপ্তশতী* গ্রন্থটি মূলত একটি শতককাব্য-সংকলন। এই সংকলনে ছয়টি শতককাব্য ও একটি দণ্ডক রয়েছে। কাব্যগুলি যথাক্রমে- *নব্যভারতশতক, মাতৃশতক, প্রভাতমঙ্গলশতক, সুভাষিতোদ্ধারশতক, চতুর্থীশতক, ভারতদণ্ডক* এবং *সম্বোধনশতক*। কবি রাজেন্দ্র মিশ্র বিভিন্ন সময়ে লিখিত তাঁর এই কাব্যগুলিকে একত্রে *অভিরাজসপ্তসতী* নামে সংকলিত করেছেন। আলোচ্য গবেষণা-সন্দর্ভের মুখ্য বিষয় হল *অভিরাজসপ্তসতীর* কাব্যতাত্ত্বিক সমীক্ষা।

প্রথম অধ্যায়: শতককাব্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ: সাধারণত যে পদ্যকাব্যগুলি সর্গাদির দ্বারা বিভক্ত না হয়ে একশত বা ততোধিক মুক্তকে বিন্যস্ত হয়; তাকে শতককাব্য বলে। মুক্তক সংকলনের ধারণা অনেক প্রাচীন। বৈদিক সাহিত্যে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। *ঋগ্বেদে* বিভিন্ন ঋষি-প্রোক্ত বিভিন্ন সময়ের মন্ত্র ও সূক্তের সমন্বয় রয়েছে। *সামবেদে* কেবল গীতিধর্মী 'ঋক্' সমূহের সংগ্রহ রয়েছে। আবার *অথর্ববেদে ঋক, যজু ও সামবেদের* মন্ত্র সংগৃহীত রয়েছে। নীতিমূলক ও প্রশস্তিমূলক শ্লোকের উৎস বৈদিক সাহিত্যের নীতিমূলক ও প্রশস্তিমূলক মন্ত্রসমূহ। উপনিষদে বিপুলসংখ্যক মন্ত্রে নৈতিক মূল্যবোধের পরামর্শ রয়েছে। এইরকম বৈদিক সূক্তিগুলি পরবর্তীকালে কোষকাব্যের আকারেও সংকলিত হয়েছে।

শ্লোকসংখ্যার ভিত্তিতে কাব্যের বা কাব্যাংশের নামকরণও প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত। বৈদিক সাহিত্যে (বিশেষ করে উপনিষদে), পুরাণ, মহাকাব্য, বিবিধ দেব-দেবীর স্তুতি, শক্তিবর্ণন, নামকীর্তন ইত্যাদি প্রসঙ্গে পঞ্চক, অষ্টক, দণ্ডক, শতনাম, অষ্টোত্তরশতনাম, সহস্রনাম, অষ্টোত্তরসহস্রনাম প্রভৃতি সংখ্যাভিত্তিক শ্লোকবিন্যাস ও নামকরণের প্রমাণ মেলে। বাল্মীকীয় *রামায়ণে* চব্বিশ হাজার শ্লোক রয়েছে; তাই *রামায়ণকে চতুর্বিংশতিসাহস্রীসংহিতা* বলা হয় এবং একই নিয়মে বৈয়াসিক *মহাভারত শতসাহস্রীসংহিতা* নামে পরিচিত। হতে পারে, এই ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মুক্তক-রচয়িতাগণ শতশ্লোক-সমন্বিত মুক্তককাব্যের নামকরণ করেছেন শতক। অনুরূপভাবে দ্বিশতী, ত্রিশতী, পঞ্চাশতী, সপ্তশতী ইত্যাদি নামকরণ করেছেন।

প্রেমমূলক বা শৃঙ্গারমূলক, নীতিমূলক ও প্রশস্তিমূলক শতককাব্যগুলি যেমন প্রাচীনকালে রচিত হয়ে এসেছে, আধুনিককালেও এই ধারা বর্তমান রয়েছে। ঊনবিংশ-বিংশ শতকে স্তোত্রমূলক শতকে স্থান পেয়েছে পণ্ডিত, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও দেশপ্রেমী ব্যক্তিবর্গের প্রশস্তি। সেগুলির মধ্যে ঊনবিংশ শতকীয় কবি ব্রহ্মানন্দ শুক্লার *গান্ধীচরিত*, শ্রীধর ভাস্কর বার্ণেকরের *জবাহরতরঙ্গিনী* বা *ভারতরত্নশতক*, বিংশ শতকীয় কবি রমেশচন্দ্র শুক্লার *ইন্দিরাযশস্তিলক*, জয়রাজ পাণ্ডের *বিবেকশতক* ও *গান্ধীগৌরব*, গঙ্গাধর বিরচিত *ইন্দিরাযশস্তিলক*, রতিনাথ ঝা বিরচিত *মালবীযশতক* (মদনমোহন মালব্যের প্রশস্তি) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

কিছু কিছু আধুনিক শতককাব্যে স্থান পেয়েছে বিভিন্ন তীর্থস্থান, মনোরম পর্যটনক্ষেত্র তথা ভ্রমণকাহিনী। এই শতকগুলিকে বর্ণনামূলক শতককাব্যেরও অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। মানাংক রচিত *বৃন্দাবনশতক* তীর্থস্থান সম্বন্ধীয় শতককাব্য। বিখ্যাত বৈয়াকরণ তথা আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞ দ্বাদশ-শতকীয় বোপদেব একটি শতক রচনা করেন, যার নাম *বোপদেববৈদ্যশতক*। এই শতকে আদ্যোপান্ত আয়ুর্বেদ সম্পর্কিত আলোচনা রয়েছে।

আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য কালের নিয়মেই অন্যান্য ভাষাসাহিত্যের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যে বিষয়বস্তু, শব্দ ও শব্দবন্ধ, কাব্যের প্রকার প্রভৃতির পাশাপাশি ছন্দের ব্যবহারেও নবীনতা লাভ করেছে। এই নবীন সংযোজন শতককাব্যেও লক্ষ্য করা যায়।

সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে প্রযুক্ত শব্দালংকার ও অর্থালংকারের ভাণ্ডার বহুব্যাপক ও সর্বপ্রাচীন। সংস্কৃত শতককাব্যে প্রায় সমস্ত রকমের শব্দালংকার ও অর্থালংকারের প্রয়োগ দেখা যায়। বিভিন্ন শতককাব্যে যমকানুপ্রাসাদি শব্দালংকার তথা উপমা প্রভৃতি অর্থালংকারের বহুল প্রয়োগ রয়েছে। আধুনিক শতককাব্যে নবীন কোনো অলংকারের ধারণা পাওয়া যায় না।

শতককাব্যের গুরুত্ব: আচার্য বামন এবং রাজশেখর মুক্তক-রচয়িতাগণকে প্রবন্ধকাব্য বা মহাকাব্য রচয়িতাগণের সমমর্যাদা দিতে চাননি। অন্যদিকে আচার্য আনন্দবর্ধন কিন্তু মুক্তককারদেরকে গুরুত্বসহকারেই দেখেছেন। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রগুলির দিকে একটু দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে যে, সংস্কৃত আলংকারিকগণ তাঁদের গ্রন্থে প্রসঙ্গ বিশেষে বিভিন্ন শতকের শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। আনন্দবর্ধন, মম্মট, উদ্ভট, বিশ্বনাথ, ভোজরাজ, বামন প্রমুখ আলংকারিকের গ্রন্থে বিবিধ শতককাব্যের শ্লোক পাওয়া যায়। এ থেকে মুক্তককাব্যের চমৎকারিত্ব ও কাব্যিক সৌন্দর্য অনুমেয়। সংস্কৃত আলংকারিকগণ তাঁদের কাব্যতাত্ত্বিক আলোচনায় স্বল্প পরিসরে কাব্যকে বিশেষিত করার জন্য বিভিন্ন মুক্তকশ্লোক উদ্ধৃত করেছেন।

মুক্তক হয়ত আয়তনের দিক থেকে বিরাটত্বের দাবী রাখতে পারে না, কিন্তু অনুভূতির বিশালতা রয়েছে তার মধ্যে। বিশেষ করে শৃঙ্গারমূলক শতককাব্যে শব্দের পরিমিত আধারে মানব-মনের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। মুক্তককারগণকে সংযতভাবে শব্দের ব্যবহার করতে হয়। শব্দের পরিমিত আধারে ভাবকে পরিপূর্ণ ও রসসিক্ত করে প্রকাশ করতে হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়: কবি রাজেন্দ্র মিশ্র: ব্যক্তিত্ব ও সারস্বত সাধনা: একবিংশ শতকের সংস্কৃত সাহিত্যে রাজেন্দ্র মিশ্র একটি উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। কবি রাজেন্দ্র মিশ্র একাধারে দৃশ্য-শ্রব্যকাব্যকার, গীতিকাব্যকার তথা কাব্য-সমালোচক। সংস্কৃত, হিন্দী এবং ভোজপুরি এই তিন ভাষাতেই কবি নিজস্ব কাব্যপ্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাই তাঁকে *ত্রিবেণী কবি* বলা হয়।

জন্ম ও বংশ পরিচয়: শৈক্ষণিক প্রমাণপত্র অনুসারে কবি রাজেন্দ্র মিশ্রের জন্ম ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ২রা জানুয়ারী শনিবার। উত্তরপ্রদেশের অন্তর্গত জৌনপুরের দ্রোণীপুর নামক গ্রামে। কিন্তু একটি সাক্ষাৎকারে কবি জানিয়েছেন যে, তাঁর জন্ম পৌষের কৃষ্ণা চতুর্থী শনিবার, সংবত্ ১৯৯৯ অর্থাৎ ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর। কবির পিতা দুর্গাপ্রসাদ মিশ্র ও মাতা অভিরাজী দেবী। দুর্গাপ্রসাদ

মিশ্রের অপর দুই পুত্র দেবেন্দ্রনাথ মিশ্র এবং সুরেন্দ্রনাথ মিশ্র। এদের মধ্যে কবি রাজেন্দ্র মিশ্র মধ্যম।

শিক্ষা: কবি পারিবারিক শিক্ষা পদ্ধতিতেই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তারপর স্থানীয় দ্রোণীপুরের মাধ্যমিক স্তরীয় বিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হন। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে স্নাতক এবং ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে স্নাতকোত্তর (প্রথম শ্রেণী, প্রথম স্থান) উত্তীর্ণ হন। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে পিতৃব্য আদ্যাপ্রসাদ মিশ্রের তত্ত্বাবধানে *'অন্যোক্তি-সাহিত্য কা উদ্ভব এবং বিকাস'* শীর্ষক বিষয়ে গবেষণা করে পিএইচ্. ডি. (ডি. ফিল্) উপাধি লাভ করেন। ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে হিমাচল প্রদেশ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট্. উপাধি লাভ করেন।

কর্মজীবন: রাজেন্দ্র মিশ্র পিএইচ্. ডি উপাধি লাভ করে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগে অধ্যাপক পদে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের ২১শে জুন পর্যন্ত উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের রীডার (বিভাগীয় প্রধান) পদ অলংকৃত করেন। ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ভারত সরকারের দ্বারা ইন্দোনেশিয়ার উদয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রোফেসর পদে নিযুক্ত হন। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী হিমাচল প্রদেশের শিমলা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগে অধ্যাপক পদ গ্রহণ করেন এবং ২০০৩ খ্রিস্টাব্দের ৩০শে জুন উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ২০০২ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল বারাণসীর সম্পূর্ণানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ পদ লাভ করেন এবং ২০০৫ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে উপাধ্যক্ষ পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এর পর কবি সারস্বত সাধনায় সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেন। রাজেন্দ্র মিশ্র সংস্কৃত সাহিত্যের প্রায় সমস্ত ধারার কাব্যরচনায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য (গীতিকাব্য, দূতকাব্য, শতককাব্য, স্তোত্রকাব্য), রূপক (নাটিকা, একাংক রূপক, নাটক), গদ্যকাব্য (কথা, আখ্যায়িকা, কথানিকা ইত্যাদি) প্রভৃতি কাব্যরচনার মাধ্যমে তিনি বিদ্বত্ সমাজে বহুবার প্রশংসিত হয়েছেন।

কবি রাজেন্দ্র মিশ্রের দৃশ্য-শ্রব্যকাব্যগুলিতে স্থান পেয়েছে স্বদেশ-প্রীতি, সৌভ্রাতৃত্ববোধ, ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি। তিনি একাধারে যেমন ভারতীয় সংস্কারের প্রশংসা করেছেন, ভৎর্সনা করেছেন স্বেচ্ছাচারিতার, অন্যদিকে আবার কুসংস্কারের নিন্দাও করেছেন। তাই

তার কাব্যে পূর্ণযৌবনা বিধবা নারী সমাজ ও পরিবারের মতের তোয়াক্কা না করে প্রিয় মানুষের সঙ্গে ঘর বাঁধতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়: অভিরাজসপ্তশতীর বিষয়বস্তু: *অভিরাজসপ্তশতীতে* ছয়টি শতককাব্য ও একটি দণ্ডক রয়েছে। শতকগুলি হল *নব্যভারতশতক, মাতৃশতক, প্রভাতমঙ্গলশতক, সুভাষিতোদ্ধারশতক, চতুর্থীশতক, ভারতদণ্ডক* এবং *সম্বোধনশতক*। *নব্যভারতশতকের* প্রধান বিষয়বস্তু হল বর্তমান ভারতের নৈতিক অধঃপতন প্রসঙ্গে কবির অনুভূতি। কবি একাধারে ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়েছেন। তারপর বিভিন্ন বৈদেশিক শক্তির অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গে বলেছেন। ধীরে ধীরে বৈদেশিক শক্তিগুলির শাসন-শোষণে ভারতের শিল্প, সংস্কৃতি, অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়েছে। রাজেন্দ্র মিশ্র মানুষের শঠতা, ক্ষমতা ও অর্থের প্রতি অত্যধিক লোভ, হিংসাবৃত্তি, স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিভিন্ন কৌশল প্রভৃতির দৃপ্তকণ্ঠে নিন্দা করেছেন। *মাতৃশতকে* কবি রাজেন্দ্র মিশ্র তাঁর মাতা অভিরাজী দেবীর মহিমা কীর্তন করেছেন ও তৎসঙ্গে ভারতীয় সভ্যতায় পূজ্য মাতৃমণ্ডলেরও স্তুতি করেছেন। *প্রভাতমঙ্গলশতকে* প্রমুখ দেবতার স্তুতি করা হয়েছে। প্রতিটি শ্লোকে কবি বিভিন্ন দেবতার প্রশস্তিপূর্বক সুপ্রভাত প্রার্থনা করেছেন। *সুভাষিতোদ্ধারশতক* সম্পূর্ণ মৌলিক বিষয়ের উপর রচিত নয়। বেদ, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, মহাকাব্য, প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লিখিত, লোকমুখে প্রচারিত প্রাচীন সূক্তিগুলিকে কবি সমকালীন দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে লিখেছেন। শ্লোকগুলির উৎস প্রাচীন সূক্তি হলেও যেহেতু বিন্যাস ও বিষয়বস্তু কবির নবীন চিন্তাপ্রসূত, তাই একে কোষকাব্য বলা যায় না। *অভিরাজসপ্তশতী* শতকসমুচ্চয়ের অন্তর্গত পঞ্চম শতককাব্য হল *চতুর্থীশতক*। এখানে দুর্জনের বিদ্যা লাভের বিফলতা, বাগ্মিতার অভাব, ধর্মের ভেকধারী দুষ্ট ব্যক্তি, দ্যূতক্রীড়া, অহেতুক ভাগ্যের দোষান্বেষণ, অক্ষমের পরশ্রীকাতরতা, স্বজনের প্রতি বৈরীভাব, দুর্জন জ্ঞাতি, স্বার্থের লোভে বন্ধুর প্রতি শত্রুভাব প্রভৃতি বিষয়ক শ্লোক এই শতককাব্যে পাওয়া যায়। *ভারতদণ্ডকে* ৮টি পদ্যভাগ রয়েছে। এখানে ভারত, ভারতীয় সংস্কৃতি, জ্ঞানসাধনা, আধ্যাত্মিক চিন্তা, ভারতের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য, মহামানব, রাজন্যবর্গ, ঋষি প্রভৃতির গৌরবে গৌরবান্বিত ভারতকে কবি বার বার প্রণতি জানিয়েছেন। *সম্বোধনশতকে* কবি মানব-মনের বিভিন্ন অনুভূতি তথা অবস্থার উল্লেখ করেছেন। সুখ, দুঃখ, হৃদস্পন্দন, ভাগ্য, মৃত্যু প্রভৃতির কখনও প্রশংসা, কখনও বা নিন্দার মাধ্যমে মানুষের আন্তরিক দৈন্যতা নিবারণের চেষ্টা করেছেন।

চতুর্থ অধ্যায় অভিরাজসপ্তশতীর কাব্যতাত্ত্বিক সমীক্ষা:

ছন্দো বিশ্লেষণ: আলোচ্য গবেষণা-সন্দর্ভের অন্তর্গত কাব্যগুলিতে সর্বাধিক অনুষ্টুভ ছন্দো প্রযুক্ত হয়েছে। এছাড়া বসন্ততিলক, দ্রুতবিলম্বিত, শার্দূলবিক্রীড়িত, উপজাতি, উপেন্দ্রবজ্রা, দ্রুতবিলম্বিত, ভুজঙ্গপ্রয়াত, মালিনী, শিখরিণী এবং দণ্ডক ছন্দেরও প্রয়োগ দেখা যায়।

অলংকার নির্ণয়: *অভিরাজসপ্তসতীর* অন্তর্গত শতকগুলিতে শব্দালংকার প্রয়োগে বৈচিত্র্য তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। যমকাদির প্রয়োগ দেখা যায় না, অনুপ্রাসের প্রয়োগ রয়েছে। তবে বিবিধ অর্থালংকারের প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। অর্থালংকারগুলি হল উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, প্রতিবস্তূপমা, অর্থান্তরন্যাস, বিরোধাভাস, কাব্যলিঙ্গ, বিভাবনা, বিশেষোক্তি, অতিশয়োক্তি, অপ্রস্তুতপ্রশংসা, উল্লেখ, উদাত্ত, বিষম, ব্যাজস্তুতি, অর্থাপত্তি, স্বভাবোক্তি, পরিসংখ্যা, অনুকূল প্রভৃতি।

রীতিবিচার: *অভিরাজসপ্তশতীর* অন্তর্গত কাব্যগুলিতে সর্বাধিক প্রসাদগুণ প্রযুক্ত হয়েছে। *প্রভাতমঙ্গলশতকে* ওজোগুণের আধিক্য দেখা যায়। এছাড়া সাতটি কাব্যেই স্বল্প-বিস্তর মাধুর্যগুণ রয়েছে। আলোচ্য গবেষণা-সন্দর্ভে উপজীব্য কাব্যগুলির ক্ষেত্রে মাধুর্য, ওজো ও প্রসাদগুণ নির্ণয়ের মাধ্যমে রীতি-সমীক্ষা করা হয়েছে। বিশ্বনাথ স্বীকৃত বৈদর্ভী, গৌড়ী, পাঞ্চালী ও লাটী এই চারটি রীতির ভিত্তিতে আলোচ্য গবেষণা-সন্দর্ভের অন্তর্গত কাব্যগুলির রীতি-বিচার করা হয়েছে।

রসবিচার: *অভিরাজসপ্তশতীর* মুখ্যরস হল শান্তরস। এছাড়া বীর, হাস্য, করুণ ও অদ্ভুতরস রয়েছে।

ধ্বনি বিচার: কবি রাজেন্দ্র মিশ্রের *অভিরাজসপ্তশতীর* অনেক শ্লোকে বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে ব্যঙ্গ্যার্থ প্রাধান্য লাভ করেছে। রাজেন্দ্র মিশ্র বর্তমান সময়ের অরাজকতাকে বার বার তিরস্কার করেছেন। তাঁর হৃদয় ব্যথিত হয়েছে। তাই আক্ষেপের সঙ্গে তিনি (সুভাষিতোদ্ধারশতক, ৩৪) বলেছেন-

কথং যুধ্যতি ধর্মেন্দ্র কথং হসতি মালিনী।

দিলীপস্তু কথং বক্তি কথং নৃত্যতি হেলনা॥

এখানে কবির মূল বিবক্ষা হল রাজনৈতিক নেতৃবর্গের দুর্নীতির নিন্দা করা। ধর্মের প্রতিষ্ঠা, পুষ্পের নৃত্য, দিলীপের গুণকীর্তন এবং জ্যোৎস্নার বিস্তার এইসব ক্ষেত্রে বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে

প্রতীয়মানার্থ বর্তমান রাজনৈতিক অন্যায়-অবিচার প্রতিভাত হয়েছে। অতএব আলোচ্য শ্লোকে সংলক্ষ্যক্রম বিবক্ষিতান্যপরব্যঙ্গধ্বনি হয়েছে।

অভিরাজসপ্তশতীতে শতককাব্যের বৈশিষ্ট্য বিচার: শতককাব্যের মূল বৈশিষ্ট্য হল এর প্রতিটি শ্লোক মুক্তক হয়ে থাকে। কিন্তু *অভিরাজসপ্তশতীর* অন্তর্গত একাধিক শতককাব্যে যুগ্মক প্রভৃতি শ্লোক রয়েছে। যেমন- *নব্যভারতশতকের* শ্লোক নং ৩ থেকে ৭ পর্যন্ত শ্লোকগুলি পরস্পর সাপেক্ষ। এখানে পাঁচটি প্রবন্ধশ্লোকের সমন্বয়ে কুলক হয়েছে। এছাড়া এই শতককাব্যের ১৩নং ও ১৪ নং শ্লোকের সমন্বয়ে যুগ্মক হয়েছে। *মাতৃশতকের* ২০নং থেকে ২৩নং শ্লোকে এবং ৪০নং থেকে ৪৩নং শ্লোকে উভয় ক্ষেত্রেই চারটি প্রবন্ধশ্লোকের সমন্বয়ে কলাপক হয়েছে। *অভিরাজসপ্তশতীর* এই বৈশিষ্ট্য অবশ্যই শতককাব্যের বৈশিষ্ট্য-বিরুদ্ধ, কারণ শতককাব্যে বা মুক্তককাব্যে প্রবন্ধশ্লোক থাকে না।

শতককাব্য সাধারণত সর্গাদির দ্বারা বিন্যস্ত হয় না। *অভিরাজসপ্তশতীর* অন্তর্গত কাব্যগুলিকে কোনো বর্গাদি বিভাগের দ্বারা বিন্যস্ত করা হয়নি। যেহেতু মুক্তককাব্যের পরিচ্ছেদাদি বিভাগ কবির স্বেচ্ছাধীন, তাই এক্ষেত্রে শতককাব্যের বৈশিষ্ট্যের অপলাপ হয়নি।

একেকটি শতককাব্য সাধারণত একক রসের দ্বারা নিবদ্ধ হয়ে থাকে। *অভিরাজসপ্তশতীর* অন্তর্গত কোনো কোনো শতকে একাধিক রসের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়। *অভিরাজসপ্তশতীর* শতককাব্যগুলিতে একাধিক রসের সংমিশ্রণ একটি ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য।

'অভিরাজসপ্তশতী' নামকরণের তাৎপর্য: সাতটি শতের সমন্বয় হল সপ্তশতী। অর্থাৎ সপ্তশতী বলতে বোঝায় সাতটি শতককাব্যের সমন্বয়। আলোচ্য গবেষণা-প্রবন্ধের মূলগ্রন্থ *অভিরাজসপ্তশতীতে* কিন্তু ছয়টি শতককাব্য রয়েছে, যথা- *নব্যভারতশতক, মাতৃশতক, প্রভাতমঙ্গলশতক, সুভাষিতোদ্ধারশতক, চতুর্থীশতক* ও *সম্বোধনশতক*। এছাড়া একটি দণ্ডক যথা- *ভারতদণ্ডক* রয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যে দণ্ডকে নিবদ্ধ শতককাব্য পাওয়া যায় না। এবং এই দণ্ডকে একশত পরিমাণ শ্লোক বা পদ্যও নেই। তাই একে শতকের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরাও যায় না। অতএব কাব্যসংকলনটির *অভিরাজসপ্তশতী* নামকরণ যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় না।

পঞ্চম অধ্যায় অভিরাজসপ্তশতীর সামাজিক মূল্যবিচার: *নব্যভারতশতক, চতুর্থীশতক, সুভাষিতোদ্ধারশতক, সম্বোধনশতক* এবং *মাতৃশতকের* কিছু অংশে রাজনীতির দূষণ, ঘুষ, স্বজন-

পোষণ, ব্যক্তিস্বার্থের কারণে শিক্ষাক্ষেত্রের কলুষতা প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে। *নব্যভারতশতক, সুভাষিতোদ্ধারশতক, চতুর্থীশতক* এবং *সম্বোধনশতকে* রাজনৈতিক ব্যক্তি এবং আমলাতন্ত্রের স্বেচ্ছাচার, উৎকোচ গ্রহণ, ক্ষমতার বলে অন্যায় সাধন প্রভৃতির উল্লেখ করা হয়েছে।

কবি তাঁর কাব্যে মনোরম শব্দার্থের দ্বারা বক্তব্য বিষয়কে উপস্থাপিত করেন। কাব্যের বাইরে থাকে শব্দ ও অর্থের রমণীয়তা, আর অভ্যন্তরে থাকে ব্যঞ্জনার চমৎকারিত্ব। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই গদ্যকাব্যের চেয়ে পদ্যকাব্যের ভাবময়তা কাব্যরসিকদের মনকে অধিক আকর্ষিত করে। আর তার চেয়েও স্বল্প পরিসরে অভিধাকে অতিক্রম করে এক লোকোত্তর আনন্দের অনুভূতি পাওয়া যায় মুক্তকশ্লোক থেকে। তাই বিভিন্ন শতককাব্যের সারগর্ভ শ্লোকগুলি কাব্যরসিকদের মনে আনন্দ বিধান করে।

কবি রাজেন্দ্র মিশ্র রচিত *অভিরাজসপ্তশতীর* অন্তর্গত কাব্যগুলি একেকটি মুক্তককাব্য। তবে কবির অনেক শ্লোকে ভাবময়তার প্রতীতি হয় না। স্মৃতিশাস্ত্র ও পৌরাণিক সাহিত্যে যেমন বিষয়ের স্পষ্টতা থাকলেও উৎকৃষ্ট কাব্যগুণ প্রায়শই পাওয়া যায় না, সেইরকম *অভিরাজসপ্তশতীর* বেশিরভাগ শ্লোকে বিবক্ষিত বিষয়ের অর্থ সহজ হলেও কাব্যগুণের ঔৎকর্ষ কিছু কিছু ক্ষেত্রে কম।

অভিরাজসপ্তশতীতে সর্বাধিক অনুষ্টুভ ছন্দের প্রয়োগ রয়েছে। এছাড়া বসন্ততিলক, শার্দূলবিক্রীড়িত, তোটক প্রভৃতি ছন্দ প্রযুক্ত হয়েছে। কবি সম্ভবত অর্থসৌকর্যের জন্যই অনুষ্টুভ ছন্দের প্রয়োগ করেছেন। একক ছন্দের পাশাপাশি মিশ্র ছন্দে রচিত শতককাব্যও রয়েছে। কেবলমাত্র *সম্বোধনশতকে* উপজাতি, উপেন্দ্রবজ্রা, দ্রুতবিলম্বিত, বংশস্থবিল, ভুজঙ্গপ্রয়াত, তোটক, বসন্ততিলক, মালিনী, শার্দূলবিক্রীড়িত ও শিখরিণী এই দশটি ছন্দ প্রযুক্ত হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যে এতগুলি ছন্দের সংমিশ্রণে শতককাব্য রচিত হয়নি। এটি অবশ্যই একটি অভিনব সংযোজন।

অর্থালংকার প্রয়োগে কবি বৈচিত্র্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। কিন্তু শব্দালংকারের তেমন প্রয়োগ নেই। *প্রভাতমঙ্গলশতকে* দীর্ঘসমাসবদ্ধ পদ থাকলেও যমকাদি শব্দালংকারের প্রয়োগ দেখা যায় না। সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যান্য শতককাব্যে যেরকম অলংকারের মনোরম ও বহুল প্রয়োগ থাকে, আলোচ্য গবেষণা-সন্দর্ভের অন্তর্গত শতককাব্যগুলিতে তেমনটা নেই।

প্রভাতমঙ্গলশতকে ওজোগুণের বাহুল্য রয়েছে। তদ্ব্যতীত *অভিরাজসপ্তশতীর* অন্তর্গত কাব্যগুলিতে প্রসাদগুণই প্রধানরূপে প্রতীয়মান। মাধুর্যগুণের প্রয়োগও রয়েছে, তবে তুলনায় অনেক কম। প্রসাদগুণের ব্যবহারে কাব্যে অর্থসারল্য ক্ষুন্ন হয়নি। রীতিগুলির মধ্যে বৈদর্ভী ও পাঞ্চালী রীতিই এখানে মুখ্যরূপে প্রযুক্ত হয়েছে।

রাজেন্দ্র মিশ্র সামাজিক মূল্যবোধের বিষয়ে সর্বদা সচেতন। *অভিরাজসপ্তশতীর* অন্তর্গত *নব্যভারতশতক, চতুর্থীশতক, সম্বোধনশতক* এবং *সুভাষিতোদ্ধারশতকে* সমাজের নিন্দনীয় দিকগুলি তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু সেগুলি নিরসনের উপায়রূপে কবির কোনো সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় না।